তারিখ 31 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ইত্তেফাক

পরীক্ষায় নকল, নকলের বিকল্প ও প্রসঙ্গ কথা

'কিছু না লিখেই ৯৮ জনের ডিগ্রী লাভ' শিরোনামে পরীক্ষায় খাতা বদলের চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট গত মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হয়, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা সাময়িকভাবে কিছুটা কম দেখা গেলেও এক নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে, যাহা খাতা বদলের এক অভিনব টেকনিক। এইজন্য পরীক্ষার হলে হাজিরা দিয়া খাতায় লেখার অভিনয় করিলেই চলে। অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী সহজেই রেজাল্ট লাভ করা যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফলে খাতা বদলের এহেন চাঞ্চল্যকর চিত্র উদঘাটিত হইয়াছে। সংবাদের বিবরণে প্রকাশ, শতজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮ জনই পরীক্ষার খাতায় তেমন কিছু লেখে নাই। কিন্তু তাহারা সকলেই বহাল তবিয়তে পাস করিয়াছে। ঘটনাটি ধরা পড়ে অকৃতকার্য দুইজনের মধ্যে একজনের অভিযোগের ভিত্তিতে। তথ্যসূত্রে জানা যায়, গত বৎসর ডিগ্রী পরীক্ষার সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাজশাহী কলেজে যে ভিজিলেন্স টিম প্রেরণ করা হয়, তাহারা নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা হইয়াছে বলিয়া জানান। পরীক্ষায় মাত্র দুইজন অকৃতকার্য হয়। তাহাদের একজন ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট অভিযোগ করে যে, অন্যরা পরীক্ষার উত্তরপত্রে কিছু না লিখিয়া পাস করিয়াছে। কিন্তু সে খাতায় লিখিয়া পাস করিতে পারে নাই। বিষয়টি তদন্ত করিয়া উহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে ভাইস চ্যান্সেলর স্বয়ং এই তথ্য প্রকাশ করেন।

পরীক্ষার হলে নকলের বদলে যে অভিনব টেকনিক কাজে লাগানো হয়, উহাতে শঙ্কিত না হইয়া পারা যায় না। নকলের সহিত মূলতঃ ছাত্র জড়িত, কিন্তু খাতা বদলের ঘটনার সহিত জড়িত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজেও খাতা বদলের ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় এই অভিনব পন্থাটি পরীক্ষার মূল কাঠামোটিকেই নস্যাৎ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। পরীক্ষা পদ্ধতি লইয়াও নানা ধরনের অনিয়ম বিদ্যমান। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইলে টেষ্ট ও প্রিটেষ্টে পাস করা অপরিহার্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যাইতেছে, টেষ্ট ও প্রিটেষ্টে অংশগ্রহণ না করিয়া, ক্লাসে অনিয়মিত হাজিরা দিয়া প্রতি বৎসর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। অন্যদিকে খোদ শিক্ষকগণই পরীক্ষায় নকল করিয়া চাকুরী লাভের সাধনা করিতেছেন। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অসংখ্য হবু শিক্ষক নকল করিয়া ধরা পড়িয়া বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই অবস্থায় যাহারা ভবিষ্যতে ছাত্রদেরকে নকলমুক্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তাহারাই যদি নকলের কারসাজিতে জড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে শিক্ষা ব্যবস্থার কি দশা হইবে? প্রক্সি দিয়া পরীক্ষা দেওয়া অর্থাৎ ভুয়া পরিচয় ও ছবি ধারণ করিয়া প্রতারণামূলকভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে অন্যের নামে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যও বেশ কিছু প্রক্সিদাতা ও ছাত্রীকে আটক করা হয়। ইহাও নকলের বিকল্প এক অভিনব পন্থা।

দীর্ঘদিন যাবৎ পরীক্ষায় নকল নামক এক দুষ্টক্ষত সমাজ দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হইলে নকল প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ সম্ভব বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। পরীক্ষা পদ্ধতি যদি এমন হয় যে, পর্যাপ্ত পড়াশোনা না করিয়া সামনে বই খুলিয়া দিলেও পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে সুবিধা করিতে পারিবে না তাহা হইলে নকল করা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু নকলের বিকল্প যে সকল টেকনিক চালু হইয়া গিয়াছে, ঐগুলিকে কিভাবে প্রতিরোধ করা হইবে, এখন তাহাই বিবেচ্য।

উল্লেখ্য, নকলের মহোৎসবে অধুনা কিছুটা ভাটা পড়িয়াছে। পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে যতখানি তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়, ক্লাসে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে তেমন কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই, বিষয়-সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দায়সারাভাবে পরিচালিত হইতেছে। ক্লাসে নিয়মিত শিক্ষা দান, ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, টেষ্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, নির্ধারিত সিলেবাস সম্পন্ন করা ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। শিক্ষার পরিবেশ সার্বিকভাবে ফিরাইয়া আনা সম্ভব না হইলে শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখিতে পারিবে না।

পাবলিক পরীক্ষা নকলমুক্ত করার নিমিত্ত কেবল জেলা ও উপজেলা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, উপজেলা সদরেও একটির বেশী কেন্দ্র থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় সম্ভবত নকল প্রতিরোধে কিছুটা অগ্রসর হওয়া যাইবে। তবে নকলের বিকল্প খাতা বদল কিংবা প্রক্সি প্রদানকেও কঠোরভাবে প্রতিরোধ করিতে হইবে। গত বৎসর পরীক্ষায় নকলের 'টেকনিক গাইড' বলিয়া চার ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি আকারের বই প্রকাশিত হইয়াছিল। শিক্ষা লইয়া বিকৃত মানসিকতা কতখানি পংকে নিমজ্জিত হইলে এইরূপ 'টেকনিক গাইড' পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থা হইতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে হইবে। শিক্ষা ও পরীক্ষা লইয়া দুরাচারী ব্যক্তিবর্গের নিকট শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কোনভাবেই জিম্মি হইতে দেওয়া যায় না।